ইবনে বতুতার
বাঙ্গালাহ্ সফর ২.০

ইমরান রাইহান

উমেদ
প্রকাশ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

সংকলকের ভূমিকা

সাধারণত আমাদের দেশ থেকে যেসব লেখক-সাহিত্যিক বিদেশ ভ্রমণে যান, তারা কোনো দেশে প্রবেশের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সেখানকার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবকিছু জেনে ফেলেন। প্রায়ই দেশে ফিরে সেসব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লিখে প্রকাশ করেন তারা। এমন বেশকিছু সফরনামা পড়ে আমি অনুধাবন করেছি, বিদেশি কোনো আগন্তুকও চাইলে পুরান ঢাকার গলিতে দুই চক্কর দিয়ে আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বুঝে ফেলতে সক্ষম। ইদানীং প্রেমের টানেই হোক বা ভ্লগের টানেই হোক, প্রচুর বিদেশি বাংলাদেশে আসছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি চাচ্ছিলাম তাদের কাউকে দিয়ে একটি ভ্রমণকাহিনি লিখিয়ে নিতে। ইতিমধ্যে খবর এলো, ইবনে বতুতা বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছেন এবং নিজের সফরনামা লিখছেন তিনি। কয়েক দিন যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারে সক্ষম হলাম। আপনার হাতে থাকা বইটিই সেই পাণ্ডুলিপি। বইয়ে উল্লেখিত ঘটনা কাল্পনিক নাকি বাস্তব, তা ইবনে বতুতা ভালো জানবেন। তবে কেউ যদি এর কোনো অংশের সাথে নিজের মিল খুঁজে পান, তাহলে তিনিই দায়ী থাকবেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই সফরনামায় ইবনে বতুতা প্রচুর নেতিবাচক বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এটিই পুরো চিত্র নয়, বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রও আছে। আমি এর জন্য দায়ী করব ইবনে বতুতার সফরসঙ্গী শাফিনকে। সম্ভবত তার বুদ্ধিতেই ইবনে বতুতা এমন

নেতিবাচক বিষয়াদির মুখোমুখি হয়েছেন। প্রতিবছর আমাদের দেশে বিদেশ থেকে যেসব মেহমান আসেন, তাদের নিয়ে লোকজন কীভাবে ফায়দা লুটে, তা লক্ষ করলে আমরা ইবনে বতুতার অসহায়ত্ব বুঝতে পারব।

ইবনে বতুতা এই সফরনামায় নাদের শাহের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'তুজুকে নাদেরি' থেকে অনেক কিছু তুলে দিয়েছেন। সম্ভবত বিনা পরিশ্রমে ফর্মা বাড়াতেই কাজটি করেছেন; কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে আমরা তা অক্ষত রেখেছি। আশা করি পাঠকের তা কাজে আসবে।

আরেকটি কথা বলে রাখি। ইবনে বতুতা সফর করেছিলেন বিশেষ একটি সময়কালে। বাংলাদেশে তখন চলছিল তানাশাহি শাসন। সে সময়কার সমাজ ও রাজনীতির অনেক কিছু উঠে এসেছে তার লেখায়। বর্তমানের সাথে সবকিছু নাও মিলতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের ধারা বুঝতে ইবনে বতুতার লেখা আমাদের সাহায্য করবে।

ইমরান রাইহান

আছে। ফুড ভ্লগার ব্যাপারটা কী—তা জিজ্ঞেস করতে যাব, কিন্তু এর আগেই আমাকে তুলে দেয়া হলো উবারে। লাগেজগুলো রাখা হলো গাড়ির পেছনে। শাফিনও উঠে বসল আমার পাশে। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে শাফিনকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, ফুড ভ্লগার মানে কী? তারা আমার কাছেই-বা আসছে কেন?

'এরা একশ্রেণির ভ্লগার। খাবারের দোকানে গিয়ে ভিডিও করাই এদের কাজ। কখনো রান্নার প্রক্রিয়া দেখায়, কখনো খাবার খেয়ে স্বাদ বর্ণনা করে। পুরো বছর ধরে এরা অপেক্ষায় থাকে কখন বিদেশ থেকে কেউ আসবে আর তাকে পুরান ঢাকায় নিয়ে আচ্ছামতো খাওয়াবে। আপনি ইবনে বতুতা, সারা বিশ্বে পরিচিত মুখ। আপনাকে একবেলা খাওয়াতে পারলে তাদের ভিউ অনেক বেড়ে যাবে।'

'বুঝতে পারলাম। কাপল ভ্লগার ব্যাপারটা কী?'

'কাপল ভ্লগার হলো ভ্লগারদের মধ্যে সবচেয়ে মাথাওয়ালা সম্প্রদায়। তারা ভেবে দেখেছে, ভিডিওতে মহিলাদের উপস্থিতি ভিউকে অনেক বেশি বাড়িয়ে তোলে। এ জন্য বেগানা কাউকে না নিয়ে নিজের জন্য এগানা একজনকে সাথে রেখে ভিডিও করে তারা। ভিডিওর রিচ বাড়ে হু হু করে।'

'আমাকে সময়মতো বের করে এনে ভালো করেছ। আপাতত তাদের পাল্লায় পড়ার ইচ্ছে নেই।'

উবার আমাদের নিয়ে এলো হোটেল লা মেরিডিয়ানে। আগেই রুম বুক করা ছিল। শাফিনের রুম আর আমার রুম পাশাপাশি। যেকোনো দরকারে সহজে ডাকা যাবে। জোহরের নামাজ পড়ে আসর পর্যন্ত একটানা ঘুমালাম। আসরের পর সিদ্ধান্ত হলো আমরা হাতিরঝিল ঘুরতে যাব। উবারে চড়ে চলে গেলাম হাতিরঝিল। নতুন উদ্বোধন হওয়া

স্বীকৃতিও ছিল না। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। যারা ফেমাস হয়ে গেছে তাদেরকে সবাই ডেকে নেয়। মোবাইল লঞ্চিং অনুষ্ঠান হোক কিংবা মার্কেট উদ্বোধন—সেখানে গেলে আপনি যদি দশজনের সাথে ধাক্কা খান, তাহলে দেখবেন এদের আটজনই টিকটকার। ধর্মীয় শ্রেণিটিও দিনে দিনে টিকটকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ছোট মাদরাসার উস্তাদরা প্রায়ই তাদের ছাত্রদের এটা-সেটা খাইয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন। পড়ালেখা বাদ দিয়ে ছাত্ররা ছোটবেলাতেই অভিনয়শিল্পী হয়ে উঠছে।'

যতই শুনছি চমকে যাচ্ছি। পুরোনো বাংলাদেশকে খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনে সবকিছু অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠছে। টিকটকারদের আড্ডা থেকে একটু সরে গেলাম। ইতিমধ্যে মাগরিবের আজান হলো। শাফিন জানাল, সন্ধ্যার পর এদিকে থাকার দরকার নেই। মাগরিবের পরের সময়টা বরাদ্দ ছিল দৈনিক আলু পত্রিকার অফিসে। বাংলাদেশে বেড়াতে আসছি জেনেই তারা যোগাযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন একটা সাক্ষাৎকার নিতে চান। হাতিরঝিল থেকে চলে এলাম কাওরান বাজার। রিসেপশনে পরিচয় দিতেই আমাদেরকে সম্পাদকের রুমে নিয়ে আসা হলো।

সম্পাদক মহোদয়ের চেহারা দেখে বুঝলাম ভদ্রলোক বেশ ধুরন্ধর প্রকৃতির। অবশ্য শাফিন আগেই বলেছে, ভদ্রলোক ইতিমধ্যে টাঁকশালে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে হাতিয়ে ফেলেছেন। আশির দশকে তিনি ছিলেন বাম বলয়ের লোক। সে সময় নিয়মিত ঢাকা-মস্কো সফর করতেন। সকালের নাস্তা মনি সিংহ রোডে সেরে রাতে ডিনার করতেন মস্কোয় প্রগতির অফিসে। আশির দশকের শেষভাগে বুঝতে পারলেন কার্যকর হতে চলেছে পেরেস্ত্রৈকা; বেশ বদলে ঢুকে গেলেন ডান শিবিরে। তারপর এই শিবির, ওই শিবির নানা শিবির বদলে আজকের

না। নেই নিশ্চিত হয়ে ওপরে আসার অনুমতি দিলাম।

৭ জন ভ্লগার এসেছেন দেখা করতে। শাফিন জানাল, তাদের অধিকাংশের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এক মিলিয়নের বেশি। একজন নিজের পরিচয় দেয়ার সময় গর্বিত সুরে বললেন, আমার দুই মিলিয়ন ফলোয়ার। কোথাও যেতে পারি না, সবাই চিনে ফেলে। আজ এখানে এসেছি গাড়িতে কালো কাচ উঠিয়ে। আশা করছি আপনার সাথে আমার ভিডিও প্রকাশের পর আরও এক মিলিয়ন নতুন ফলোয়ার পাব।

ভ্লগারদের সাথে খুবই সাদামাটা আলাপ হলো। কেন এসেছি, কেমন লাগছে, কবে যাব ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন তারা। প্রতিটি জবাব নিখুঁত কায়দায় ভিডিও ধারণ করা হলো। একজন ডিজেআই মিনি ফোর মডেলের একটা ড্রোন উড়িয়ে দিল রুমের ভেতর। আমার মাথার ওপর, কানের পাশে চক্কর দিতে লাগল ড্রোন, যেন পর্বতশৃঙ্গকে ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে। ভ্লগাররা তাদের সাথে পুরান ঢাকা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। বললাম, আজ সুযোগ নেই, পরে যাব। বিদায়ের আগে সবাই লাইন ধরে সেলফি তুলে নিলেন।

জোহরের পর সৈয়দ আলাল হোসেন মেসেজ পাঠালেন। অনলাইনে প্রচারের জন্য মাহফিলের একটি পোস্টার বানানো হয়েছে। এতে অতিথি হিসেবে আমার নামও আছে। শাফিন জানাল, পোস্টারে আমার পরিচয় দেয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা, বহু দেশ ভ্রমণকারী, কলামিস্ট, গবেষক এবং বাংলাদেশ বেতারের নিয়মিত আলোচক বলে। অন্য উপাধিগুলো বুঝতে পারলেও বাংলাদেশ বেতারকে টেনে আনার কারণ বোধগম্য হলো না। শাফিন জানাল, এভাবে লেখাই নাকি নিয়ম। শাফিন বলল ছবিটা ফেসবুকে পোস্ট করতে। ক্যাপশন কী হবে তাও শিখিয়ে দিল সে। ছবি পোস্ট করলাম। ওপরে ক্যাপশন দিলাম—

'মুরুব্বিদের নির্দেশে কিছু কথা বলার জন্য যাচ্ছি। আশপাশের বন্ধুরা

না।

‘ইদানীং কোনো তামিল সিনেমা দেখেছেন? কিংবা নতুন কী কী রিলিজ হয়েছে তা জানেন?’

‘আরে আজব তো! সিনেমা দেখার কথা আসছে কেন? আমি তো এসব দেখি না।’

‘আহহা! রাগছেন কেন? দেখেন না বুঝলাম, কিন্তু এক-আধটু খবর রাখতে তো সমস্যা নেই।’

‘যে জিনিস দেখার যোগ্য না তার খবর রেখেই-বা কী লাভ?’

‘আছে, অনেক লাভ আছে। খবর রাখলে আজকে আলোচনা করা সহজ হতো আপনার জন্য। মঞ্চে উঠে প্রাথমিক ভূমিকা শেষে কিছু সিনেমার নাম, ভেতরের দৃশ্য, নায়ক-নায়িকাদের বেহায়াপনা—এগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করতেন, এরপর সবাইকে সাবধান করে বলতেন এগুলো যেন না দেখে। এসব সিনেমার কারণে সমাজে অশ্লীলতা বাড়ছে।’

‘কিন্তু এটা বলে লাভ কী? এসব বলার মানে তো মন্দকেই প্রচার করা।’

‘মন্দের প্রচার হবে না। আপনি তো নিষেধই করে দেবেন। মাঝখান দিয়ে আপনার প্রচার হয়ে যাবে। ইউটিউবে সেই আলোচনা যাবে। থাম্বনেইল দেয়া হবে—‘যে ছয়টি তামিল মুভি দেখতে নিষেধ করলেন হুজুর’।

‘তোমার কথা শুনে আমার মাথা ঘুরাচ্ছে। বাদ দাও এই আলাপ। দেখি, মাকতাবা শামেলা দেখে কিছু প্রস্তুতি নেয়া যায় কি না।’

শামেলায় ঢুকে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলাম ভালো কোনো কিতাব পাই কি না দেখতে। এর মধ্যে গাড়ি একটি পেট্রোল পাম্পে থেমে গেল। আমরা ময়মনসিংহ পৌঁছে গেছি। মাহফিল নেত্রকোনায়। সেখানে যেতে আরও

কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, মূলত তার প্রকাশনীতে আপনার কোনো বই নেই। এ জন্য এই জমায়েত সহ্য করতে পারছে না।

বিষয়টি নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। হুসাইনের সাথে বেশকিছু দোকান ঘুরলাম। প্রায় দোকানেই আমার সফরনামার অনুবাদ আছে। শত শত সংস্করণ হচ্ছে; কিন্তু আমি রয়ালিটি পাই না ভেবে একটু দুঃখ হলো।

'প্রতিবছর আপনার বইয়ের নতুন নতুন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজটি করা হয় পূর্বের কোনো অনুবাদকে সামনে রেখে, কিছুটা কাটছাঁট করে। একদল স্বতন্ত্র প্রকাশক-শ্রেণি গড়েই উঠেছে এই ধরনের কাজের জন্য। যে বই বেশি চলে সেই বইকে আরও বেশি চালানোর ব্যবস্থা করাই তাদের কাজ। ইমাম নববীর আল-আজকার বেশি চলছে? ব্যস, অনুবাদ সামনে রেখে আবার অনুবাদ করিয়ে ফেলবে। আর রাহীকুল মাখতুম বেশি চলছে? সমস্যা নেই। সব রোগের এক টোটকা। নতুন করে আবার অনুবাদ। নতুন প্রচ্ছদ, নতুন অনুবাদক। বইয়ের বেশভূষা বদলে যাবে, তবে যুক্তিটা কখনো বদলায় না।'

'কী যুক্তি?'

'প্রতিবারই যুক্তি দেয়া হয়, আগের অনুবাদগুলো মানসম্পন্ন ছিল না। এ জন্য আবার করতে হলো।'

'দারুণ যুক্তি! আপনিও তাহলে এই যুক্তিতে আমার সফরনামা আবার অনুবাদ করে ফেলুন।'

'নাহ। এক শেয়ালের বাচ্চা দুবার দেখাতে চাই না আমি। আপনার এবারের সফরনামা ছাপতে চাই আমি।'

কথা দিলাম বিষয়টি ভেবে দেখব। হুসাইনকে কিছু বলতে যাব তার আগেই দেখি এক দোকানের সামনে ঝগড়া করছে দুজন। শাফিন বলল,

তারা দুজন মূলত লেখক-প্রকাশক। বইয়ের লেনদেন নিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। লেখক জোর কণ্ঠে বলছেন—

'আমাকে চিনেন আপনি? ফেসবুকে আমাকে এক লাখ লোক ফলো করে। আমি একটা পোস্ট দিতে দেরি ভাইরাল হতে দেরি হয় না। আমার আইডিতে গিয়ে দেখেন মিথ্যা বলছি কি না। একেকটা পোস্টে ৪/৫ হাজার লাইক পড়ে। আপনি আমার সাথে যা করলেন, একবার যদি পোস্ট করি, জনসমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না। বাংলাবাজার ব্যবসা করতে পারবেন না।'

প্রকাশককে দেখে মনে হলো বিষয়টি নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নন। তার চেহারায় 'যা পারেন করেন' এমন একটা ভাব দেখা গেল। লেখক আরও কিছুক্ষণ গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন। হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রকাশক এই হুমকিতে গুরুত্ব দেননি কেন?

'কারণ, নিয়মিত সেলিব্রেটি লেখকদের সাথে গণ্ডগোল করা অভ্যাস তাদের। তারা ভালো করেই জানেন, এক-দুইটা পোস্টে তাদের কিছু হবে না। লেখক ভাবছেন তার এক লাখ ফলোয়ার, যারা সবাই তার পক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত। বাস্তবতা হলো, এই এক লাখের মাঝে দশ হাজার আইডি ডিএক্টিভ। অন্তত বিশ হাজার আইডির মালিক নিয়মিত ফেসবুকেই আসে না। আরও চল্লিশ হাজার আইডির মালিক পোস্ট দেখে কিন্তু লাইক-কমেন্ট করবে না। পনেরো হাজার আইডির মালিক লেখককে আনফলো দিয়ে রেখেছে টানা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য। অল্প কিছু মানুষ লাইক-কমেন্ট করবে; কিন্তু এরা এমন সমর্থক যে, প্রকাশক পোস্ট দিলে সেখানেও তাদের পাওয়া যাবে। এরা দুদিকেই তাল দেয় এবং 'জাযাকাল্লাহ মুহতারাম, আমার চিন্তাগুলো আপনার কলমে প্রকাশ পেল' টাইপ কমেন্ট করে। তাদের কমেন্ট দেখে লেখক উত্তেজিত হবেন ঠিকই; কিন্তু বাস্তব ময়দানে এসব কমেন্ট তার কোনো কাজে

সময়টা কাটে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাঁজা টেনে কিংবা টিএসসির চত্বরে বসে দশ টাকার চা-সপ-সিঙ্গারা খেয়ে।

একজন অভিনেতাকে দেখলাম মেলার মাঝ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি কোনো বই কিনছেন না বা দেখছেন না; বরং আশপাশে ভক্ত-মুরিদান খোঁজ করছেন। কেউ তাকে লক্ষ করলে এগিয়ে এসে সেলফি নিচ্ছে, আলাপ করছে, এতেই তাকে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

'মেলায় সবাই বই কিনতে আসে এমন নয়; বরং বেশিরভাগ লোকের উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন। বিগত-যৌবনা সেলিব্রেটিরা আসে মুরিদ খোঁজ করতে। সাধারণত খ্যাতির একটা পর্যায় পার হলে কেউ আর কাউকে স্মরণ রাখে না। এসব লোকের জীবন কাটে অনেক কষ্টে। মেলায় এলে দু-চারজন লোক তাদের সাথে দেখা করে, আলাপ করে, খাতির-যত্ন দেখায়, এতে তারা খুশি হন। অনেক সময় টিভি চ্যানেলগুলো সাক্ষাৎকার নেয়। অনেকেই বলে, মেলায় বইয়ের ক্রেতার চেয়ে সাংবাদিকের সংখ্যা বেশি। তারা আসে সামান্য একটা তথ্য কিংবা নিউজের আশায়। কোন নায়িকা কোন শাড়ি পরে মেলায় এলেন কিংবা কোন বাউল চত্বরে বসে র‍্যাপ সংগীত গাইলেন, সেসব নিয়ে তাদের কাজ। রাজনৈতিক লোকজন আসেন শোডাউন করতে। রাজনীতির ব্যস্ততায় তারা যে সাহিত্যকে ভুলে যাননি, তা প্রমাণ করতেই তাদের আগমন। অনেক সময় কেউ এক-দুটি বই লিখে ফেলেন। দলীয় কর্মীরা পদোন্নতির আশায় সেই বই কেজি দরে কিনে ফেলে।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারাও আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক বই রচনা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বড় ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। ফলে একজন সামরিক কর্মকর্তা চাইলেও তার লেখায় খুব বেশি থ্রিল যোগ করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে সৈনিক জীবনের প্রেম কিংবা কমান্ডো

মেলায় বেশকিছু খাবারের দোকান আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দোকান হলো ফুচকার দোকান। ফুচকা বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের একটু খুলে বলি। জিনিসটি দেখতে ফুটবলের একটি খুদে সংস্করণ। ফুটবলের মতো এর ভেতরের অংশও ফাঁপা। কায়দা করে তার ভেতর আলু, ডাল ও মশলা ঢুকিয়ে দিতে হয়। এরপর ওপরে রাখতে হয় তেঁতুলের টক। উঠতি বয়সি লোকজনের কাছে এ খাবার যেন অমৃত। হুসাইন জোর করে আমাকেও খাওয়াল। ঝালের চোটে চোখে পানি চলে এলো। অবশ্য এর সমাধানও পাশেই ছিল— ভ্রাম্যমাণ আইসক্রিমের দোকান। আইসক্রিমের কল্যাণে এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম।

মেলা শেষে হুসাইন প্রস্তাব দিল নাজিরাবাজারের দিকে যেতে। কিন্তু সারা দিনের সফরে শরীর ক্লান্ত। মেলায় হাঁটাহাঁটি করে সেই ক্লান্তি আরও বেড়েছে। তাই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। তাকে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন মনে হলো। হোটেলে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

শাফিন জানাল একজন নায়িকা দেখা করতে এসেছেন। বিষয়টি আমার জন্য বিব্রতকর। বললাম, দেখা তো করা যাবে না। নিষেধ করে দাও। একান্ত জরুরি হলে মেসেজে কথা বলা যায়। শাফিন জানাল, দেখা না করে উপায় নেই। নায়িকা সকাল থেকে লবিতে বসে আছে। তার চোখ এড়িয়ে বের হওয়ার উপায় নেই। ইতিমধ্যে সে তিনবার লাইভ করে ফেলেছে। প্রতিটা লাইভেই বলেছে, ইবনে বতুতা সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। অচিরেই আপনারা একটি সুসংবাদ পাবেন।

শাফিনকে বললাম, এই বিপদ থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কি না।

‘বাঁচার উপায় নেই। কারণ, হাজার হাজার মানুষ জেনে গেছে তার সাথে আপনার দেখা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। এখন আপনি দেখা না করায় কিছু আসে-যাবে না। উল্টো সে কোনো বিব্রতকর কথা ছড়িয়ে

দিতে পারে। এ দেশের নায়িকাদের সেই অভ্যাস আছে। কার্যসিদ্ধি না হলে বিব্রতকর অভিযোগ তোলা। লোকজন এসব অভিযোগ সহজেই গিলবে'। বলল সে।

বিব্রতকর অভিযোগটা কী হতে পারে তা জিজ্ঞেস করলাম না। সহজেই অনুমান করতে পারছি। সিদ্ধান্ত নিলাম, হোটেলের লবিতে দেখা করব। আধা ঘণ্টা পর নায়িকার সাথে দেখা হলো। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে কথা সারলাম। নায়িকার কথা স্পষ্ট। তিনি গুণের দিক থেকে বিশ্বসেরা নায়িকাদের একজন। তবে দেশে তার কদর হচ্ছে না। যদিও বিদেশ থেকে অনেকে যোগাযোগ করে বিভিন্ন কাজের অফার দিয়েছেন, কিন্তু মনমতো না হওয়ায় তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। নায়িকা জানালেন, তার যোগ্যতার বিষয়টি নিছক দাবি নয়, একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা—যার সাথে কিনা তার ভাই-বোনের সম্পর্ক—তিনিও তার যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন। যাইহোক, নায়িকা চাচ্ছেন আফ্রিকার মুভি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে। আমি যেন এ ব্যাপারে সাহায্য করি।

আমি পড়লাম বিপাকে। যতই বলি মুভি ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমার পরিচয় বা জানাশোনা কিছুই নেই, নায়িকা বিশ্বাস করতেই রাজি নয়। তিনি বলেই বসলেন, আপনার যোগাযোগ না থাকলে সিনেমা বানালেন কীভাবে? আপনার সিনেমার নাম আমি অনেক শুনেছি। 'ইবনে বতুতার সফরনামা' নামে সেই সিনেমা অনেক বিখ্যাত। তাকে যতই বলি এটি সিনেমা নয়—বই, নায়িকা বিশ্বাস করলেন না। শেষে বললাম, আপনার কার্ড দিয়ে যান। আমি দেশে ফিরে যোগাযোগ করব। নায়িকা খুশি হয়ে বিদায় নিলেন।

লবি থেকে নিজের রুমে এসে ভেতরে ঢুকব, শাফিন জানাল নায়িকা এইমাত্র পোস্ট দিয়েছেন—

'ইবনে বতুতার সাথে আজকের আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। অচিরেই তার প্রযোজিত একটি ছবিতে অভিনয় করব আমি।'

রাজি হয়ে গেলাম। ভেবে দেখলাম, ওদের ইজতেমা একবার দেখে আসা যাক। কিছু অভিজ্ঞতা তো হবে। শাফিনকেও বললাম প্রস্তুত হতে। ইজতেমায় পৌঁছে কিছুটা অবাক হলাম। ভেবেছিলাম প্রচুর লোকজন থাকবে, সেই হিসেবে লোকজনের সংখ্যা কম মনে হলো। আমি আসার কিছুক্ষণ আগেই ঢাকাইয়া সিনেমার একজন নায়ক এসে পৌঁছেছেন। মুসল্লিরা সবাই তাকে ঘিরে সেলফি নিতে ব্যস্ত। এ কারণে আমার বিড়ম্বনা হলো। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো কাউকে পাওয়া গেল না। সাথে আসা দুই মুসল্লি বিষয়টি নিয়ে রাগে গজগজ করল, কাকে যেন কল দিল, কিন্তু সবাই-ই নায়ককে নিয়ে ব্যস্ত। শেষমেশ বাধ্য হয়ে একা একাই গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। একপাশে বিরস বদনে এক সাংবাদিক দাঁড়ানো। সম্ভবত নায়ককে ভাগে পায়নি সে। আমাকে দেখেই দ্রুত ছুটে আসছিল, কিন্তু দুই মুসল্লি তাকে বাধা দিল।

'নজমের সাথিদের মাশোয়ারা ছাড়া সাক্ষাৎকার নেয়া যাবে না। আপনার নাম্বার দেন। একটু পর আপনাকে কল দিব।' বলল একজন।

আমাকে নিয়ে আসা হলো বিদেশি মেহমানদের তাঁবুতে। পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে বিখ্যাত ইউটিউবার, নায়ক ও দাঈগণ উপস্থিত এখানে। বেশিরভাগের হাতে লেটেস্ট মডেলের আইফোন। মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত সবাই, কারও দিকে তাকানোর সময় নেই। একজন স্বনামধন্য ইউটিউবার লাইভ করছেন। লাইভে তিনি জানালেন আগামীকাল সকালে তার প্রোগ্রাম টঙ্গী ব্রিজের নিচে এক হাজার প্লেট বিরিয়ানি বিতরণ করা। কিছুটা অবাক হলাম। গরিবদের খাওয়ানো অবশ্যই সওয়াবের কাজ। কিন্তু ইজতেমার সময় বয়ান বাদ দিয়ে খাবার বিতরণের মানে কী? শাফিন বলল, উনি পেশাদার ইউটিউবার। ইজতেমা উপলক্ষে পেশাগত কিছু কাজও সারতে চাচ্ছেন।

তুজুকে নাদেরিতে আজ যা পড়েছি তুলে দিচ্ছি—

নামে না। পত্রিকা অফিসের ব্যাপারটিও অনেকটাই এমন। বেশিরভাগ পত্রিকাই সাপ্তাহিক বা মাসিক। এসব পত্রিকার সম্পাদকরা পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা বগলদাবা করে পল্টনের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ান। যারা একটু হুজুর টাইপের সম্পাদক, তারা বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটের সিঁড়িতে বসেন, কিংবা খানা বাসমতি হোটেলের আড্ডায় হাজির হন। যারা গাইরে হুজুর, তাদের আড্ডার জায়গা প্রেসক্লাবের নিচতলা। সেখানে বসে তারা জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল বিষয়েই একটানা মতামত দিতে থাকেন। এসব পত্রিকার সম্পাদকদের স্বভাব হলো, নতুন কারও সাথে দেখা হলে পরিচয় হওয়ার আগেই তার হাতে পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা ধরিয়ে দেন এবং তিনি যে সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তা জানান দেন।

এসব পত্রিকায় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ থাকে না। বিশেষ কোনো দল, পরিবার, সংগঠন কিংবা কোম্পানির বন্দনা করাই থাকে এসব পত্রিকার উদ্দেশ্য। চার পাতার পত্রিকায় অন্তত সাড়ে তিন পাতা থাকে বিজ্ঞাপন। কিছু পত্রিকা আছে জেলাভিত্তিক। যেমন : শরীয়তপুর এক্সপ্রেস, নাটোর টেন মিনিট, চট্টলা সুপ্রভাত ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব পত্রিকার সম্পাদকরা নির্দিষ্ট জেলার ধনী সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে বাধ্য করেন পত্রিকার জন্য টাঁকশালে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে। ধনী সম্প্রদায় এসব দাতব্য কাজে উৎসাহের সাথে অংশ নেন। বিনিময়ে পত্রিকায় আধা পাতা (সাড়ে তিন পাতা বিজ্ঞাপনের পর এটুকুই বেঁচে থাকে) জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাদের পারিবারিক সংবাদ প্রকাশের জন্য। এমন কয়েকটি সংবাদের উদাহরণ দেখা যাক।

ক্ষুদে আইমানের সাফল্য

আইমান আল নাহিয়ান প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় হয়েছে। সে মতিঝিল

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। আইমান শরীয়তপুর এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্মানিত উপদেষ্টা মফিজ তালুকদারের ছোট ছেলে। সে বড় হয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হতে চায়। সম্প্রতি গভর্নিং বডির সদস্যরা যেসব সুবিধা পাচ্ছেন, তা দেখেই তার এই আগ্রহ। আইমান সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

শাকির খানের ফেসবুকে যান্ত্রিক ত্রুটি; সারতে সময় লাগবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা

মর্নিং নোয়াখালী পত্রিকার উপদেষ্টা, স্বনামধন্য ব্যবসায়ী শাকির খানের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা গেছে। গত দুদিন ধরে তিনি কোথাও লাইক-কমেন্ট করতে পারছেন না। ভক্তদের অনেকে পর্যাপ্ত স্টিকার কমেন্ট করেছেন তার আইডিতে। তবু সমস্যার সমাধান হয়নি। আইটি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কাজ চলমান আছে। তবে সমস্যা সারতে সময় লাগবে। সমস্যা কাটার আগ পর্যন্ত শাকির খানকে এক্স ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

উমরা পালন করতে সপরিবারে সৌদি গেলেন নিয়াজ হোসেন

মাসিক সিলেট আখবারের উপদেষ্টা ও রিমঝিম গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান নিয়াজ খান সপরিবারে উমরা করতে সৌদি আরব গিয়েছেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য দোয়া করবেন বলে জানিয়েছেন। সফর চলাকালে কাউকে কল না দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

পল্টন সাহিত্য-সভার অফিস চিনতে কষ্ট হলো। মুশতাক হান্নান বলেছিলেন, আজাদ প্রোডাক্টসের ভবনের সামনে এসে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজাদ ভবনের সামনে এসে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেও সন্ধান পেলাম না। পল্টন প্রিন্টিং প্রেস,

‘কিন্তু ওয়ার্ড পর্যায়ে আমির, নায়েবে আমিরের কাজ কী?’

‘এই দুটি পদ মূলত শব্দের খেলা। আগে সভাপতি-সহসভাপতি বলা হতো। কিন্তু দেখা গেল, এতে লোকজন তুষ্ট না। তারা চায় আমির হতে। আমির না বানালে দল ভেঙে দেয়। লোকজন নিয়ে নতুন দল করে। তাই তাদের সন্তুষ্ট রাখতে পদের নাম বানিয়েছি আমির ও নায়েবে আমির। এতে তারা সন্তুষ্ট। সবাইকে বলে বেড়ায়, আমি অমুক দলের অমুক গ্রামের আমির। মাঝেমধ্যে ফেসবুক বায়োতেও এই পদবি লাগায়। তারাও খুশি, আমরাও খুশি। কাউকে গ্রামের আমির বানালে আমাদের দলের কোনো ক্ষতি নেই। অপরদিকে তাদের জন্যও নতুন দল খোলা বেশ কষ্ট। তাই দু-পক্ষই মিলেমিশে থাকে।’

‘আপনাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা কী? ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাই-বা কী?’

‘আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাবি না। মানুষের হায়াতের কোনো বিশ্বাস নেই। আজ আছে কাল নেই। এ জন্য আমরা কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করি না। আমাদের সব পরিকল্পনা তাৎক্ষণিক। সমসাময়িক যেকোনো ইস্যুতে আমরা প্রতিক্রিয়া জানাই। ইস্যু ছোট হলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাজ সারা হয়। আজকাল প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া সহজ। আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে পোস্ট করে দিলেই হয়। ধর্মীয় কিছু নিউজ পোর্টাল আছে। সামান্য হাদিয়া দিলে তারাও নিউজ করে দেয়। কর্মীরা নিজ নিজ আইডিতে শেয়ার দেয়। ইস্যু মাঝারি হলে আমরা সংবাদ সম্মেলন করি। আমাদের কাছে নির্দিষ্ট ডিজাইন ও সাইজের ব্যানার বানানো আছে। প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলন লেখা এই ব্যানারগুলো আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থাকে। এতে কোনো তারিখ বসানো নেই। ফলে যেকোনো ইস্যুতেই এটি দেয়ালে টাঙিয়ে আমরা কাজ সেরে ফেলি। ইস্যু আরেকটু বড় হলে আমরা সমাবেশ ও মিছিল করি।’

ব্যস্ততায় যাওয়া হয়ে উঠেনি।' বললেন তিনি।

'আপনার ব্যস্ততা এখন কেমন?' ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্ন করি।

'ব্যস্ততা তো কমে না। যত দিন যায় ব্যস্ততা বাড়ে। সামনে নির্বাচন। এখন তো আমার অনেক ব্যস্ততা। এতদিন যে দল করেছি, সেই দল ছেড়ে দেবো। দলের জন্য অনেক করেছি, তবু মূল্যায়ন পাইনি। ভাগ্য ভালো, দলের জন্য করার পাশাপাশি নিজের জন্যও কিছু করেছি; তাই বেশি আফসোস নেই। যা আছে তাতে কয়েক প্রজন্ম চলে যাবে। এবার দেশের জন্য কিছু করা দরকার। সেই বিবেচনায় জাতীয় ঐক্য সংঘতে যাচ্ছি। তারা গুণী লোকের কদর করে। অবশ্য তাদেরকে এখনো আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাইনি। অ্যাম্বাসিগুলোর সাথে মাশোয়ারা করতে হবে। আমি আবার অ্যাম্বাসির মাশোয়ারা ছাড়া কিছুই করি না। এখনো গ্রিন সিগন্যাল পাইনি। পেলেই ঢুকে পড়ব।

আপনার কাছে এসেছি কেন বলি। হাতে কিছু টাকাপয়সা আছে। খুব বেশি না, তবে অনেকের চোখে বেশি। আজকাল চোর-ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। টাকাগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই। দেশে এমন নিরাপদ জায়গা পাচ্ছি না। মরক্কোতে শুনেছি অনেক নিরাপদ জায়গা আছে। আমি চাই টাকাপয়সা সেখানে পাঠিয়ে দিতে। কিছুদিন পর হয়তো পরিবারসহ আমি নিজেও সেখানে চলে যাব। এই বয়সে পরিশ্রম করতে পারি না আগের মতো। সবাই বলছে অবসর নিতে। কিন্তু অবসর নিলেই তো হবে না। এত বছর যা কামিয়েছি তার একটা দফারফাও করা জরুরি। আমি এককথার মানুষ। যা বলি একবারে বলি। বদলালে পরে বদলাই। আমি আপনার মাধ্যমে মরক্কোতে টাকা পাঠাব। এটাকে আপনি পাচার বললেন না কী বললেন, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি শব্দের মারপ্যাঁচে পড়তে চাই না। ইকবাল বলেছেন, আলফাজ কে পেঁচো মে উলুঝতে নেহি দেনা। আমি মরক্কোতে টাকা